প্রথম আলো

তারিখঃ ০২-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

ধানের রোগ চিহ্নিত করবে ব্রির অ্যাপ

এরই মধ্যে অ্যাপটি কাজে লাগিয়ে ধানের রোগবালাইসংক্রান্ত পরামর্শমূলক সেবা দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

কৃষকদের কৃষিকাজে সহায়তায় একটি অ্যাপ তৈরি করেছে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। 'রাইস সলিউশন' নামে অ্যাপটি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ধানের ছবি দেখেই রোগ চিহ্নিত করতে পারবে। গত শনিবার ব্রিতে ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এ অ্যাপের উদ্বোধন করেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জানান, আইসিটি বিভাগের 'মোবাইল গেম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন (দ্বিতীয় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়, ওয়ান আইসিটি নামক সফটওয়্যার কোম্পানির সহায়তায় এবং ব্রির আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে গবেষক ও কৃষকবান্ধব ডায়নামিক অ্যাপটি তৈরি করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে ধানের রোগবালাই ও পোকামাকড়সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার ছবি বা তথ্য ইনপুট হিসেবে প্রদান করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবিতে থাকা ধানের রোগ বা পোকামাকড়ের সমস্যা নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদান করবে অ্যাপটি।

ব্রি থেকে বলা হচ্ছে, অ্যাপটির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সেবাপ্রাপ্তিতে সময়, খরচ, যাতায়াত সাশ্রয়সহ মাঠের সমস্যা মাঠেই সমাধান হবে। মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অন্যতম প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপটি তৈরি করা হয়েছে। এরই মধ্যে অ্যাপটি কাজে লাগিয়ে ধানের রোগবালাইসংক্রান্ত পরামর্শমূলক সেবা দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশে পোকামাকড়ের আক্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মোট ফসলের ১০-১৮ ভাগ উৎপাদন পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কৃষকের সঠিক জ্ঞান না থাকায় মাঠপর্যায়ে আধুনিক ধান চাষে রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করা যাচ্ছে না। অ্যাপটি ধানের ক্ষেত্রে কোন এলাকায় কোন পোকামাকড় বা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সে অনুযায়ী বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম এবং ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর। শাহজাহান কবীর বলেন, অ্যাপটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষির বাস্তবায়নে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি এসডিজি, জাতীয় কৃষিনীতি ও জাতীয় আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়িত হবে।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০২-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

ধানের অসুখ জানাবে অ্যাপস

ব্রি'র উদ্ভাবন 'রাইসসল্যুশন'

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

ধানগাছের রোগবালাই চিহ্নিতকরণ ও পোকামাকড় সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য মোবাইল ফোন অ্যাপস উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। সংস্থাটির আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে 'রাইসসল্যুশন' নামের অ্যাপসটি তৈরিতে সহায়তা করে ওয়ান আইসিটি নামের একটি সফটওয়্যার কোম্পানি।

গবেষকরা জানিয়েছেন, এ অ্যাপসটি পুরোপুরি কৃষকবান্ধব। তাঁরা ধানের যে কোনো রোগবালাই বা পোকামাকড় সংক্রান্ত ছবি এতে দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্যা নির্ণয় করবে অ্যাপসটি। দেবে প্রতিকারের পরামর্শও। এতে কৃষকদের সেবাপ্রাপ্তিতে সময় ও খরচ দুটোই সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাপসটির উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। সেখানে ৬ দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় তিনি বলেন, দেশে পোকামাকড়ের আক্রমণসহ নানা কারণে ফসলের ১০-১৮ শতাংশ উৎপাদন পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য কৃষকের সঠিক জ্ঞান না থাকা, ধানচাষে রোগ ও পোকামাকড় দমনে আধুনিক পদ্ধতির অপ্রতুলতাকে দায়ী করেন। পাশাপাশি তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা না থাকায় কৃষক কাঙ্ক্ষিত ফলন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম প্রমুখ।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ০২-০১-২০২৩ (পৃঃ ১০)

ছবি দেখেই রোগবালাই চিহ্নিত করবে ব্রি'র 'রাইসসল্যুশন' অ্যাপস

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এ প্রথমবারের মতো ধানের ক্ষেত থেকেই আক্রান্ত ধানগাছের ছবি অ্যাপসে প্রেরণের মাধ্যমে রোগবালাই চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে 'রাইসসল্যুশন' (সেন্সর-ভিত্তিক ধানের বালাই ব্যবস্থাপনা) নামক মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার কৃষিমন্ত্রী ব্রিতে ছয়দিন ব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম এবং ব্রি'র মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডক্টর শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রমুখ।

আইসিটি বিভাগস্থ 'মোবাইল গেইম ও এপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়, ওয়ান আইসিটি নামক সফটওয়্যার কোম্পানির সহায়তায় ও ব্রি'র আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে গবেষক ও কৃষক বান্ধব ডায়নামিক মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপসের মাধ্যমে রোগবালাই ও পোকা-মাকড় সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার ছবি বা তথ্য ইনপুট হিসেবে প্রদান করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরিত ছবির রোগ বা পোকামাকড়ের সমস্যা নির্ণয়পূর্বক সঠিকতার হার নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনামূলক পরামর্শ দেবে। ফলে কৃষকপর্যায়ে অ্যাপসটির মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয়সহ মাঠের সমস্যা মাঠেই সমাধান হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ছবি এই অ্যাপসে নিয়মিত সংযোজন হওয়ায় ধানের ক্ষেত্রে কোনো এলাকায় কোন পোকামাকড় বা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তদানুযায়ী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সহায়তার পাশাপাশি অ্যাপসটি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক টুলস হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের দেশীয় জ্ঞান ও ৪র্থ শিল্পের প্রযুক্তির সংযোগ স্থাপনার মাধ্যমে প্রিসিশন এগ্রিকালচার বাস্তবায়নে নতুন অ্যাপসটি ধারণার সূচনা করবে।

ব্রি'র প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের প্রযুক্তি সম্পাদক ও প্রধান রাশেল রানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রোববার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

মিলার ও বিক্রেতারা চালের দাম বাড়াচ্ছে

ধান উৎপাদন বাড়াতে বিজ্ঞানীদের আত্মনিয়োগ করতে হবে : কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ন্যানো টেকনোলজি, জিনোম এডিটিং, স্পিড ব্রিডিং ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধান উৎপাদন বাড়াতে বিজ্ঞানীদের আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শনিবার ব্রি-এর গাজীপুর সদর দপ্তর মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্রি-এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। ওই অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও খুচরা পর্যায়ে চালের দাম বাড়ছে। ব্রি চালের মূল্যবৃদ্ধির পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি গবেষণা করে পেয়েছে যে, রাইস মিলার ও খুচরা বিক্রেতারা অতিরিক্ত মুনাফা করছেন, উৎপাদন খরচও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফার্মগেটে ধানের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কেরপোরেট গ্রুপগুলো চালের বাজারে প্রবেশ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চেয়ারম্যান বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। এ সময় জুমে সংযুক্ত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য প্রফেসর এমিরেটাস ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি। ব্রি-এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, দেশে আগামী জুন পর্যন্ত চালের কোনো সংকট হবে না।

রাইস সল্যুশন মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন : অনুষ্ঠানে ধানের খেত থেকে আক্রান্ত ধান গাছের ছবি অ্যাপসে প্রেরণের মাধ্যমে রোগবালাই চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে 'রাইস সল্যুশন' (সেন্সর-ভিত্তিক ধানের বালাই ব্যবস্থাপনা) নামক মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী।